لا اله الا الله محمد رسول الله

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোথায় ?

প্রকাশনায় :
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

মার্চ ১৯৮৯ ইং
পাঁচ হাজার কপি

মুদ্রণে : আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা।

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী

ইমাম মাহদী (আঃ) কোথায় ?

আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিভ্রান্ত ও অধঃপতিত জগদ্বাসীকে সুপথে আনিয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত করিবার জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। উহার আলোকে সমগ্র মুসলিম উম্মতের সম্মিলিত দৃষ্টি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের জন্য হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। বহু শাহ্‌, সুফী, মোহাদ্দেস, ওলী ও আলেম তাঁহার আগমন, লক্ষণাবলী ও কার্য সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখিয়া গিয়াছেন। তদনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুফী আলেমগণ তাঁহার আগমন সম্পর্কে অত্যন্ত সোচ্চার এবং জনগণ অত্যন্ত অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমান ছিলেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ

আল্লাহ্‌তা'লা কখনও তাঁহার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তিনি যথাসময়ে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ বর্ষে তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়া হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহ্‌দী রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূ'ত করিলেন। তিনি আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশে তাঁহার দাবী জগদ্বাসীকে জানাইলেন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহার সত্যতার নিদর্শন সহস্র ধারায় প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং আজও উহার বিরাম নাই। তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া এক, দুই, দশ ও হাজার হাজার লোক দুনিয়ার সকল প্রান্ত হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে লাগিল এবং এখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া জামা'তের লোক সংখ্যা বিশ্বের ১১৭টি দেশে প্রায় দুই কোটি। এই জামা'তের লক্ষ্য একটি। উহা হইল ইসলামের শিক্ষাকে পূর্ণাকারে আমল করিয়া উহাকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ ইসলামের মধ্যেই জগদ্বাসীর উদ্ধার নির্ধারিত আছে। তদনুযায়ী দুনিয়ার সর্বত্র আজ জামা'তে আহ্‌মদীয়া শক্তিশালী ও ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ইসলামের প্রচার কেন্দ্র, মসজিদ, স্কুল, কলেজ, ও হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। আল্লাহ্‌-তা'লার সাহায্য ও নিত্য নূতন নিদর্শনে পুষ্ট এই জামা'ত সারা জগতে ইসলামের প্রেমের আলোক বিস্তার করিয়া চলিয়াছে এবং একান্তভাবে জগতের সকল জাতির দৃষ্টি সেদিকেই পড়িয়াছে।

আলেম সম্প্রদায়ঃ

মানবজাতির গ্লানি-যুগে যেমন নবী প্রেরণ করা আল্লাহ্‌তা'লার চিরন্তন নিয়ম তেমনি সমাগত নবীর বিরুদ্ধাচরণ করা এবং জনগণকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখার প্রচেষ্টা সমসাময়িক আলেমগণের চিরন্তন অভ্যাস। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই উম্মতে আগত মুজাদ্দিদ, ইমাম ও ওলী-আল্লাহ্‌গণের ঘোর বিরোধিতাও সমসাময়িক আলেমেরা করিয়া আসিতেছেন। যখন হযরত মির্যা সাহেব ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) হইবার দাবী করিলেন, তখন আলেমগণ তাঁহার সত্যতা অনুসন্ধানের পরিবর্তে সর্বাত্মকভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে লাগিয়া গেলেন এবং জনগণকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া রাখিবার জন্য একদিকে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার এবং অপরদিকে এখনও সময় হয় নাই এবং হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তুর আশি-নব্বই সনে এবং অবশেষে শেষ দিন পর্যন্ত ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের আশ্বাস দিয়া রাখিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হইতে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ব্যতিরেকে আর কেহ আসিলেন না। আলেমগণ এখন জনগণের নিকট এবং খোদার নিকট কি জবাব দিবেন? মির্যা সাহেব ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) না হইলে অন্য কাহাকেও চিহ্নিত করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করা ও জনগণকে দেখাইয়া দেওয়া কি তাহাদের নৈতিক এবং ধর্মীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব নহে? বড়ই বিচিত্র ব্যাপার আলেমগণের!

আল্লাহ্‌র কোন প্রেরিত পুরুষের আগমনের পূর্বে তাহারা তাঁহার সংবাদ দানে সর্বাধিক সোচ্চার থাকেন এবং তাঁহার আগমনে, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে এবং জনগণকে তাঁহার আগমনে বিলম্ব থাকার দোহাই দিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া রাখিতে গুরুতর চেষ্টারত থাকেন। অতঃপর যেমন তাঁহার আগমনের সময় ফুরাইয়া আসিতে থাকে তখন আদৌ কাহারও আগমন সম্পর্কে তাহাদের আওয়াজ দুর্বল হইয়া আসিতে থাকে এবং পরিশেষে তাহাদের কণ্ঠ এমনভবে রুদ্ধ হইয়া যায় যে, যেন তাহারা কাহারও আগমনের কোন কথা কখনও জানিতেন না এবং সেই সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেন নাই। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর অবসানে কি আমরা এই দৃশ্য দেখিতেছি না?

জনগণের কর্তব্য ঃ

জনগণের এখন কি কর্তব্য? কেহ কাহার কবরেও জবাব দিবে না। মরণে কোন আলেম কাহারও সাহায্যে আসিবে না। প্রত্যেকের নিজের ঈমান ও নিজের আমল সঙ্গে যাইবে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের এখন সর্ব প্রকার কুসংস্কার ও সমালোচনার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া খোলা মনে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর দাবী যাচাই করিয়া তাঁহাকে অচিরে গ্রহণ করা কর্তব্য। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমিক ও দাস —প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)।

ইলাহি তকদীর ঃ

বর্তমান যুগে যে দুর্যোগ জগতের উপর বিশেষ করিয়া মুসলমান জাতির উপর নামিয়া আসিয়াছে উহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য একমাত্র খাঁটি ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ ও পালনের প্রয়োজন। ইসলামের দুইটি বুনিয়াদী শিক্ষা ঃ—(১) আল্লাহ্‌-তা'লার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ এবং (২) মুসলমানগণের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন। আহ্‌মদীয়া জামা'ত ব্যতিরেকে আর কোথাও এই দুইয়ের নাম-গন্ধ পাওয়া যাইবে না। এই দুই শিক্ষার ভিত্তি-মূলে মুসলমান জাতি জগতে অতীতে অপূর্ব উন্নতি ও কীর্তি স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে এই দুইয়ের ক্রমঃ বিলীন ধারায় তিরোধানের সহিত মুসলমান জাতির অধঃপতন হইয়াছে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এই দুই বুনিয়াদী শিক্ষা 'ইসলামী খেলাফত' পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা উহাকে সুদৃঢ়রূপে আহ্‌মদীয়া জামা'তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জামা'তে যোগ দিয়াই সমগ্র মুসলিম জাতি আবার বিশ্বে উন্নতি এবং অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপন করিবে এবং ইসলামের বিশ্ব-বিজয় আনিবে। এই কার্য সাধনে কোন অঞ্চলের তেল বা কোন কল্পিত নেতা কিছুই করিতে পারিবে না এবং ইসলামের প্রতিশ্রুত সুনিশ্চিত বিজয়ের বিরুদ্ধে শক্তি এবং কোন মারণাস্ত্র কোন কাজে আসিবে না। হিংসা ও বিদ্বেষ অচিরে স্বাভাবিক মরণে মরিয়া যাইবে এবং ধরা-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। ইসলামী সৌহার্দ্য ও বিশ্ব-

ভ্রাতৃত্বের প্রেমের বাণী জয়যুক্ত হইবে। বিশ্ব-জগতের ললাটে ইলাহী-তকদীরের ইহা অকাট্য মহা-লিখন।

১৯৮৯ সনে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর সম্বর্ধনা উৎসব ঃ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দাবী ঘোষণা করেন এবং জগদ্বাসীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে তাঁহার দাবীর একশত বর্ষ পরে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দী আরম্ভ হইবে। তদনুযায়ী আহ্‌মদীয়া জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহঃ) ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ ত্বরান্বিত করার এক বিরাট কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর সম্বর্ধনা-উৎসব পালনের সময় নির্ধারণ করেন। এই সংবাদ তিনি স্বয়ং ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন কেন্দ্রে বার বার গিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। যেই স্পেন দেশে মুসলমানগণ প্রায় ৮০০ বৎসর রাজত্ব করার পর সেখান হইতে প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে খৃষ্টান শক্তি ইসলামকে এবং মুসলমানগণকে নির্মূল করিয়া দিয়াছিল, সেই স্পেনের কর্ডোভার অদূরে 'প্রেড্রোআবাদ' নামক স্থানে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ৯ই অক্টোবর ১৯৭৯ইং জামা'তে আহ্‌মদীয়ার তৃতীয় খলীফা ৫০০ বৎসর পর ইসলামের পুনরুজ্জীবনের নিদর্শন স্বরূপ মসজিদে 'বাশারত' নামক প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেখানে বাজামা'ত নামায পড়েন।

এখন স্পেনের স্থানীয় আহ্‌মদী মুসলমানের সংখ্যা শতাধিক। হিজরী চতুর্দ'শ শতাব্দীর কাল রাত্রি শেষে দিকচক্রবালে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ শুভ্র প্রভাতী-রেখা।

হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী ঃ

সকল জাতির নিকট হিজরী চতুর্দ'শ শতাব্দীতে এক মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তিনি প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)। হিজরী পঞ্চদশ বা উহার পরবর্তী কোন শতাব্দীতে কোন জাতির নিকট কোন মহাপুরুষের আগমনের বা বিশেষ কোন কল্যাণের সংবাদ নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর এবং উহার পরবর্তী সময়ের সুসংবাদ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন. যে. হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলামের বিজয় আরম্ভ এবং পরবর্তী শতাব্দীতে সারা বিশ্বে ইসলাম একছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে। জগৎ হইতে দুঃখ. দৈন্য. নিরাশা ও অশান্তি দূরীভূত হইবে। পথিবী সুখ-শান্তি ও পবিত্রতায় ভরিয়া যাইবে। তদনুযায়ী হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতকের সম্বর্ধনা উৎসবের আবেদন ও ঘোষণা সর্ব প্রথম একান্তভাবে আহ্‌মদীয়া জামা'তের পক্ষ হইতে হয় এবং উহার কার্যকরী কর্মসূচী গৃহীত হয়।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও ইসলামের বিশ্ব-বিজয় ঃ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন এবং তাঁহার জামা'-তের সহিত ইসলামের বিশ্ব-বিজয় সম্পৃক্ত ছিল। আহ্‌মদীয়া জামা'ত হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে পাইয়াছে এবং মানিয়াছে।

তাঁহার জামা'ত এখন তাঁহার নির্দেশিত প্রেম ও শান্তিপূর্ণ পথে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়কে ত্বরান্বিত করার কাজে ব্যস্ত। ইহার জন্য তাঁহারা ইসলামের আমল ও প্রচারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টারত। আল্লাহ্-তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় দিবাসমাগমে সূর্যালোকের ন্যায় উজ্জল হইয়া উঠিবে। দুনিয়ার কোন শক্তি তখন ইসলামের দিকে রক্ত-চক্ষু মেলিতে পারিবে না। জগতের দৃষ্টি ইসলামের সম্মুখে নত হইয়া পড়িবে। তখন—১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর-সম্বর্ধনা উৎসব করিবে।

বিভিন্ন দেশের মুসলিম ধর্ম-নেতাগণ চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর শেষ লগ্নে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়া দেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দী হিজরীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বিজয় উৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি আজ অসহায় এবং পরাশক্তিগুলির হস্তের ক্রীড়ণক এবং তাহাদের কৃপার পাত্র। তাহাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। কত ভাল হইত যদি ধর্মীয় নেতাগণ বিজয় আনার কাজ সাধন করিয়া পরে উৎসব করিতেন। বড়ই কল্যাণকর হইত যদি তাঁহারা জনগণকে এখনও সঠিক পথ প্রদর্শন করিতেন। তাহাদের গভীর ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন, আল্লাহ্‌তা'লা এই যুগে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের ঐশী-অধিনায়ক কাঁহাকে করিয়াছেন? তিনি কে, কোথায় এবং তাঁহার বিজয়ের কার্যসূচী কি? তাঁহাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন,

বিজয়ের সুসংবাদ কে দিল ? যে বিজয়-ধ্বনির প্রতিধ্বনি তাহাদের কণ্ঠে বাজিয়াছে উহার উৎস কোথায় ?

প্রকৃতির নিয়ম ইহাই যে, কোন তারে আঘাত হানিলে, সকল অনুরাগী তারে উহার প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠে। তেমনি যখন আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হইতে কোন মহাপুরুষের আগমন হয় তখন আকাশে বাতাসে তাঁহার বাণী অনুরণিত হয়। আজ সকল মুসলমানের কণ্ঠে ইসলামের বিজয়ের রব, আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত পুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বাণীর স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি।

বিবেচনার বিষয়ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা, তাঁহার রসূল (সাঃ), মুসলিম উম্মতের বুযূর্গানে দীন এবং বিগতকালের উলেমাকুল সকলে সম্মিলিতভাবে মুসলিম জাহানকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে স্তোকবাক্য দেন নাই। যদি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেহ না আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইসলামের মহা বিজয়ের ধ্বনি কেন উঠিল ? কে তুলিল ? হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দ্বারাই জগদ্ব্যাপী ইসলামের প্রতিষ্ঠা সাধিত হওয়া সৃষ্টির আদিকাল হইতে নির্ধারিত ছিল। তাঁহার আগমনের কাল হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাহারও আগমন সংবাদ নাই। বিজয়ের রব উঠিয়াছে। ঐশী-নেতা কোথায় ?

সুতরাং বিশ্বে সকল মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নীর খেদমতে বিনীত ও প্রেমপূর্ণ নিবেদন এই যে, আপনারা প্রত্যেকেই আল্লাহতা'লার প্রেরিত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে গ্রহণ করুন। তিনি ব্যতীত আর কেহ ইমাম মাহদী নহেন। এখন তাঁহার খলীফার হস্তে বয়আত করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হউন এবং বিশ্ব-বিজয় আনয়নের কল্যাণকর কাজে ব্রতী হউন। আগে বিজয়-যাত্রারম্ভ, পরে বিজয়-সম্বর্ধনা উৎসব। ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ শুরু হইয়া গিয়াছে। এখন সত্যিকার ভাবে সমগ্র মুসলিম জাহান ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর সম্বর্ধনা উৎসব করিবে।

আল্লাহ্‌তা'লা বিশ্ব-মুসলিমকে তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তির পথ উপলব্ধি করিবার ও গ্রহণ করিবার তওফিক দিন এবং তাহাদের উপর অফুরন্ত আশিস বর্ষণ করুন। আমীন।

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

মুদ্রণেঃ আহমদীয়া আর্ট প্রেস।

আহ্‌মদীয়া জামায়াতে বয়াত গ্রহণের শর্তাবলী

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

১। এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতা'লার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও ইস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

৪। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রব, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

৯। আল্লাহ্‌তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহমদীয়া জামায়াতের
ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামায়াতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামায়াতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)